ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম

পরিচালনায়ঃ বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে টেলিমেডিসিন সেবা দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত

টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তাদের জন্য

তথ্যপুস্তিকা

আপডেটঃ ১৯ জানুয়ারী ২০২২ইং

এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ জনগনের কাছে এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টায়

আপনিও হতে পারেন একজন সহযোদ্ধা

সারা বাংলাদেশে ইউনিয়ন ভিত্তিক টেলিমেডিসিন সেবাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা আহবান করা হচ্ছে

আপনার এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রমের উদ্যোক্তা হতে চাইলে এ পুস্তিকাটি ভালভাবে পড়ে নিন এবং শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন করুন

টেলিমেডিসিন কি?

সহজ অর্থ - দূর থেকে চিকিৎসাসেবা। যেখানে ডাক্তার নেই এমন প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের টেলিমেডিসিন ক্লিনিক থেকে একজন রোগী আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটার ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্য শহর, এমনকি বিশ্বের যেকোন জায়গায় থাকা একজন এমবিবিএস বা তারও বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের থেকে চিকিৎসা-পরামর্শ নিতে পারবেন। সামনা সামনি একজন ডাক্তারের কাছ থেকে যে পরামর্শ পাওয়া যায় তার প্রায় কাছাকাছি সুবিধা দিতে পারে টেলিমেডিসিন, যদিও প্রযুক্তিগত কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকবে।

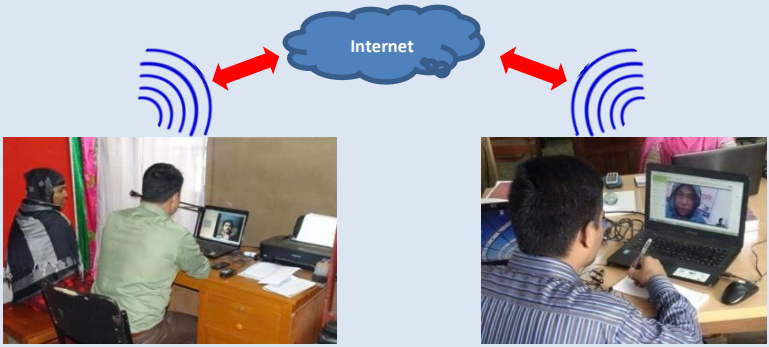

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে এমার্জেন্সী অবস্থায়, অর্থাৎ কাটা-ছেঁড়া হলে বা হার্ট অ্যাটাক হলে এ ব্যবস্থায় চিকিৎসা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রোগীর সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণ হলেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে কিনা বা হাসপাতালে নেয়ার মত জরুরী কিনা তা টেলিমেডিসিনে ডাক্তারের পরামর্শে বোঝা যাবে।

গ্রামে যেহেতু কোন শিক্ষিত ডাক্তারই নেই, তাই সীমাবদ্ধতা সত্তেও গ্রামের মানুষকে উন্নত চিকিৎসা দিতে পারে টেলিমেডিসিন – এটি আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আর এরই একজন অগ্রপথিক হতে পারেন আপনি। গ্রামের সাধারণ মানুষকে এ সেবা দেয়ার পাশাপাশি সামান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন আপনি।

আপনার যদি অনুমোদনপ্রাপ্ত ফার্মেসী থাকে তবে আপনার জন্য্ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সুবিধা হবে।

কিভাবে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হবে?

টেলিমেডিসিন ক্লিনিকে আপনি একজন প্রশিক্ষিত অপারেটর নিয়োগ দেবেন, আর আমরা আমাদের কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমবিবিএস ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ দেব। রোগী ক্লিনিকে এলে অপারেটর প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীর প্রাথমিক তথ্য যেমন- নাম, বয়স, ওজন, শরীরের তাপমাত্রা, ব্লাড প্রেসার, ডায়বেটিসের মাত্রা, পূর্বের কোন প্রেসক্রিপশন বা যে কোন রিপোর্ট, ইত্যাদি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে আপলোড করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শহরের ডাক্তারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রোগীর সংযোগ স্থাপন করে দেবেন। অন্য প্রান্ত থেকে ডাক্তার সব পাঠানো তথ্য দেখে ও রোগীর সাথে কথা বলে তার সকল সমস্যা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারবেন।

ডাক্তার যদি স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট স্থানের শব্দ শুনতে চান তবে অপারেটর রোগীর শরীরের সেসব স্থানে আমাদের তৈরী ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ ধরবেন, ডাক্তার প্রয়োজনে রোগীকে শ্বাস নিতে বা ছাড়তে বলবেন, সাথে সাথে ডাক্তার সে শব্দ শুনতে পাবেন। প্রয়োজনে ডাক্তার রোগীর হৃৎপিন্ডের ইসিজি নিতে বলবেন। ইন্টারনেটে তথ্য পাঠানোর জন্য আমাদের তৈরী ইসিজি যন্ত্রটির ইলেকট্রোডগুলো শরীরের নির্দিষ্ট স্থানসমুহে স্থাপন আমাদের তৈরী সফটওয়্যার চালু করবেন অপারেটর। সাথে সাথে ইসিজির গ্রাফগুলো ফুটে উঠবে অপারেটর ও দূরের ডাক্তার – দুজনের পর্দাতেই। প্রয়োজনে হৃদরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে ইমেইলের মাধ্যমে গ্রাফগুলো পাঠিয়ে দিয়ে রিপোর্ট করিয়ে আনবেন তিনি।

রোগীর ত্বকের কোন অংশে সমস্যা হলে অপারেটর ঐ স্থানের ছবি আমাদের তৈরী করা ডিজিটাল ইমেজিং যন্ত্রের মাধ্যমে তুলে ডাক্তারের কাছে আগেই পাঠিয়ে দিলে রোগী দেখার সময় ডাক্তার তা দেখে নিতে পারবেন।

নিজস্ব উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম’

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে টেলিমেডিসিন সেবা দেয়ার অনুমোদন নিয়ে নিজস্ব উদ্ভাবিত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রযুক্তি নিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজী বিভাগ থেকে টেলিমেডিসিন সেবা শুরু করেছি। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ সেবাকে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নীচে আমাদের উদ্ভাবিত ও তৈরী কিছু যন্ত্রপাতির বর্ণনা দেয়া হল যেগুলো এখন টেলিমেডিসিনে সংযুক্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও যন্ত্রপাতি যোগ করা হবে, এর জন্য গবেষণা চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ

আমাদের উদ্ভাবিত ডিজিটাল স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে ডাক্তার দূরে থেকেই রোগীর শরীরের ভিতরের শব্দ শুনতে পারবেন। এ জন্য ডাক্তারের নির্দেশে অপারেটর রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টেথোস্কোপটি ধরবেন এবং রোগী ডাক্তারের কথামত শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন বা অন্য কাজ করবেন। ইন্টারনেট স্পীড ভাল না থাকলে কয়েক সেকেন্ডের শব্দ রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিলে ডাক্তার ভালভাবে শব্দটি শুনতে পাবেন।

হৃদরোগে ইসিজির পরিমাপ করে ডাক্তারের কাছে প্রেরণঃ

রোগীর হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে ইসিজি (ECG) করা যাবে আমাদের নিজস্ব ডিজাইনে তৈরী কম্পিউটারাইজড ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে। টেলিমেডিসিন অপারেটর রোগীর শরীরে নির্দিষ্ট স্থানে ইলেকট্রোড সংযোগ করে যন্ত্রটি কম্পিউটারে যুক্ত করে সফটওয়্যার চালিয়ে দেবেন, দূরের ডাক্তার তার কম্পিউটারের পর্দায় তা দেখতে পাবেন, এবং সাথে সাথেই। প্রয়োজনে ইমেইলের মাধ্যমে ইসিজির ছবি হৃদপিন্ডের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অল্প সময়ে রিপোর্ট আনিয়ে দিতে পারবেন। নীচের ছবিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক রোগীর ইসিজি সরাসরি দূরের অপর একটি কম্পিউটারে চলে যাচ্ছে।

আবার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ইমেইল বা কাগজে প্রিন্ট করে পাঠাবার জন্য একসাথে ১২টি লীডের ইসিজিই এক পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা যায়, এবং তার একটি উদাহরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

এ ব্যবস্থায় রোগীর সমস্ত তথ্য এবং ইসিজির গ্রাফ ইত্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে। ভবিষ্যতে যদি একই রোগী সমস্যা নিয়ে আসে তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আগের ইসিজির সাথে বর্তমান ইসিজি তুলনা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

গ্রামীণ টেলিমেডিসিন ক্লিনিকে
রোগীর ইসিজি পরিমাপ করা হচ্ছে

শহরের ডাক্তারের কম্পিউটারের পর্দায়
সাথে সাথে রোগীর ইসিজি ফুটে উঠছে

আমাদের দেশে বর্তমানে হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিটি মানুষের সুস্থ অবস্থায় ইসিজি রেকর্ড করে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞের জন্য রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। কারণ অনেক সময়েই তাৎক্ষণিক ইসিজি দেখে সমস্যা শনাক্ত করা যায় না।

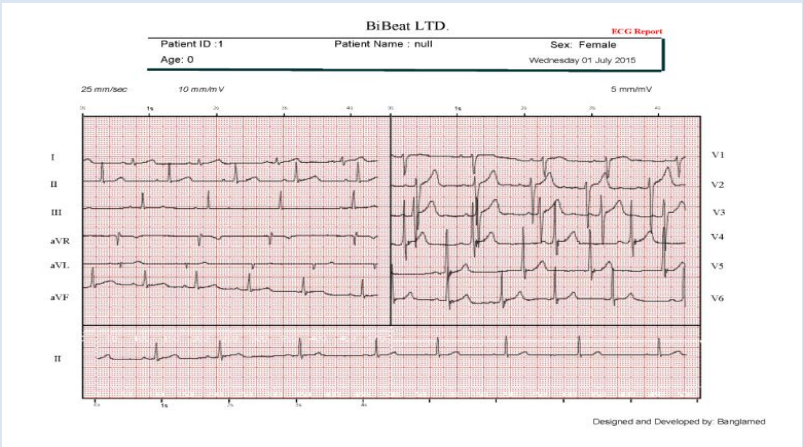

ডিজিটাল স্ট্যান্ড ক্যামেরাসহ এক্সরে ভিউবক্সঃ

ফ্লেক্সিব্‌ল স্ট্যান্ড এর উপরে একটি হাই রেজুলেশনের উচ্চ মান সম্পন্ন ওয়েবক্যাম ব্যবহার করে আমরা এ ক্যামেরাটি ডিজাইন করেছি। এর সাহায্যে ত্বকের যেকোনো ধরণের রোগ ও সমস্যার উচ্চ মান সম্পন্ন ছবি তুলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারবেন। তাছাড়া পুরোনো প্রেসক্রিপশন ও রিপোর্টের ছবি তুলে তা ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারবেন।

আবার একটি এক্সরে ভিউবক্সের সামনে ক্যামেরাটি স্থাপন করে রোগীর স্থানীয়ভাবে তোলা এক্স-রে ফিল্মের ছবি তুলে সংরক্ষণ করতে পারবেন ও ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন।

এ সমস্ত ছবি ও রিপোর্ট ভালভাবে রোগ নির্ণয় করতে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে ডাক্তারকে সাহায্য করবে।

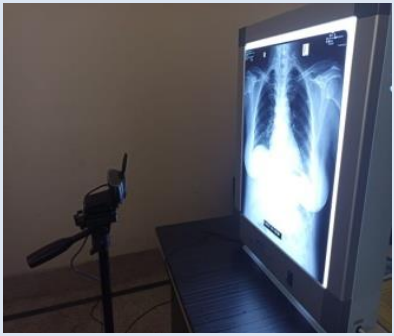

প্রেসক্রিপশন

রোগীর সকল তথ্য বিবেচনা করে ডাক্তার ইন্টারনেটের মাধ্যমেই প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিবেন যা টেলিমেডিসিন অপারেটর প্রিন্ট করে সাথে সাথেই রোগীকে দিতে পারবেন। রোগীর সকল তথ্য আমাদের কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে, যা একই রোগীর পরবর্তী চিকিৎসায় ডাক্তার দেখতে পারবেন, ভাল চিকিৎসা দিতে তা সহায়ক হবে।

অন্যান্য টেলিমেডিসিন প্রকল্পের থেকে পার্থক্য

বাংলাদেশে দেয়া অনেক টেলিমেডিসিন প্রকল্প রোগী ও চিকিৎসক কেবলমাত্র ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। এর মাধ্যমে রোগীর অবস্থা ডাক্তার যথেষ্ট ভালভাবে বুঝতে পারেন না। রোগীর অবস্থা ভালভাবে বোঝার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সঙ্কেত পাঠানো যায় এমন ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ, ইসিজি যন্ত্র, ডিজিটাল ইমেজিং যন্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজী বিভাগে এ যন্ত্রগুলো নিজেরাই উন্নয়ন করেছি যা বিদেশী যন্ত্রের থেকে অনেক কম দামে তৈরী করে সরবরাহ করছে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বাইবিট লিমিটেড। আমাদের প্রোগ্রামে এ যন্ত্রগুলো থাকায় দূর থেকে হলেও ডাক্তারের পক্ষে ভালভাবে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি কিভাবে এ সেবা দিতে পারবেন?

আপনি একটি টেলিমিডিসিন সেবাকেন্দ্র চালু করবেন যার মাধ্যমে আপনার নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের কাছে আমাদের নিয়োগ করা যথাযথ প্রশিক্ষিত ডাক্তারের উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে পারবেন। এর জন্য কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ এবং কমপক্ষে এইচএসসি পাশ একজন অপারেটর আপনাকে নিয়োগ দিতে হবে। টেলিমেডিসিনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য আমাদের নিয়োগ করা প্রযুক্তিবিদ ও ডাক্তারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেব। প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষায় পাশ করলে তাকে একটি প্রত্যয়ণপত্র দেয়া হবে। এরপর তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা জেলার সিভিল সার্জনের কাছ থেকে প্রত্যয়ণ নিতে হবে যে তিনি উল্লেখ করা নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিচালনা করে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সেবাদানের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এ প্রত্যয়ণ পাবার জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহযোগিতা করব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগে এসে প্রশিক্ষণ নিতে হবে নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে (বর্তমানে দুই দিনের প্রশিক্ষণে জনপ্রতি ৩,০০০ টাকা নেয়া হচ্ছে)।

টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে পরামর্শ দেয়ার জন্য যোগ্য ডাক্তারের ব্যবস্থা আমরা করব। মহিলাদের বিভিন্ন রোগ এর জন্য বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তারও আমাদের সাথে রয়েছে।

এ সেবা দেয়ার জন্য সেবাকেন্দ্রে কম্পিউটার ও কিছু চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আপনাকে কিনতে হবে যার একটি ধারণা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হল। তবে অবশ্যই সেখানে ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। ৩জি বা তৃতীয় জেনারেশন ইন্টারনেট হলে ভাল হয়। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ না থাকলে ল্যাপটপের নিজস্ব ব্যাক-আপের পাশাপাশি ইউপিএস বা আইপিএস থাকলে ভাল হয়। বিদ্যুৎ একেবারেই নেই কিন্তু ইন্টারনেট আছে এমন জায়গায় জেনারেটর দিয়ে কেন্দ্র চালানো যেতে পারে। চাইলে আমরা সৌর বিদ্যুৎ বা মানুষচালিত জেনারেটর দিয়েও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইতিমধ্যেই কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি থাকলে সে খরচগুলো আর লাগছে না।

টেলিমেডিসিন সেবাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য সম্পর্কে আনুমানিক ধারণাঃ

যদি আপনার নিকট ল্যাপটপ / কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট কানেকশন থেকে থাকে তাহলে শুধুমাত্র টেলিমেডিসিনের একজন উদ্যোক্তা হতে আপনার যে খরচ হবেঃ

জিনিসের নাম	সম্ভাব্য মূল্য, টাকা
সফটওয়্যার ব্যবহার করার অনুমতি (১ বছরের জন্য লাইসেন্স) (নবায়নযোগ্য প্রতি বছর ৪০০০ টাকা)	৫,০০০
টেলিমেডিসিন অপারেটর ট্রেনিং ফি (জনপ্রতি) (২দিন)	৩,০০০
মোটঃ	**৮,০০০**

অর্থাৎ মাত্র ৮,০০০ টাকা খরচ করেই আপনি একজন টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা হতে পারছেন।

আপনার সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যা আপনি বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবেন। যেমনঃ

জিনিসের নাম	সম্ভাব্য মূল্য, টাকা
ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র (অটোমেটিক / ম্যানুয়াল)	২,২০০ / ১,২০০
ব্লাড গ্লুকোজ, হিমোগ্লোবিন ও কলেষ্টরল মাপার যন্ত্র	৪,০০০
ওজন মাপার যন্ত্র	১,২০০
থার্মোমিটার (নরমাল / নন কন্ট্যাক্ট)	১০০ / ১,৫০০
উচ্চতা মাপার যন্ত্র (কাঠের তৈরি)*	১,৫০০

* তবে আমরা একটি ল্যামিনেট করা প্রিন্টেড স্কেল তৈরি করে দিতে পারি যেটি সুবিধামত যে কোন দেয়ালে লাগিয়ে উচ্চতা মাপতে পারবেন। সেক্ষেত্রে খরচ হবে মাত্র ২০০ টাকা।

এছাড়াও আপনি চাইলে নিম্নের তালিকা থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে পারেন। যেমনঃ

জিনিসের নাম	**সম্ভাব্য মূল্য, টাকা**
ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ (সফটওয়্যার সহ)	১৫,০০০
ডিজিটাল ইসিজি যন্ত্র (সফটওয়্যার সহ)	৩০,০০০
এক্স-রে ভিউবক্সসহ ডিজিটাল ইমেজিং সিস্টেম (সফটওয়্যার সহ) (ক্যামেরার কোয়ালিটির উপর দাম পরিবর্তনশীল)	২০,০০০

আমাদের উদ্যোক্তা হতে হলে করণীয়ঃ

- তথ্যপুস্তিকাটি ভালো মতো পড়া।
- যদি আগ্রহী হন তবে আমাদের মূল ওয়েবসাইটে গিয়ে উদ্যোক্তা আবেদন ফর্মটি অনলাইনে পূরণ করে জমা দেওয়া।
- আমাদের প্রাথমিক যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় শেষে নির্বাচিত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান –কে করনীয় জানিয়ে দেওয়া হবে।
- সফটওয়্যার ও প্রশিক্ষণ ফীস সহ নির্ধারিত অর্থ ব্যংকে জমা দেওয়া।
- আমাদের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করা।
- নির্ধারিত তারিখে অপারেটর প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

অপারেটরের প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্যতাঃ

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- সুস্থ ও স্বাভাবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ।
- নূন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পাশ।
- কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে।

ডাক্তারদের উদ্যোক্তা হওয়া প্রসঙ্গেঃ

একজন ডাক্তার নিজেই খুব সহজেই আমাদের টেলিমেডিসিন কার্যক্রমের উদ্যোক্তা হয়ে কাজ করতে পারবেন। বিশেষ করে যে সকল ডাক্তারগণ সপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক এর নির্দিষ্ট দিন সমূহে দূরবর্তী স্থানে সেবা প্রদান (চেম্বার) করে থাকেন, তাহারা ইচ্ছে করলে অন্যান্য দিনসমূহেও সেই চেম্বারের রোগীদেরকে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সেবা দিতে পারেন। এতে করে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের জন্য রোগীদের অপেক্ষা করতে হবে না। টেলিমেডিসিনে সেবা প্রদান করলে সকল রোগীদের তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকবে, যার ফলে ডাক্তার রোগীর তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে, ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে, উদ্যোক্তা ডাক্তার চাইলে নিজেও রোগী দেখতে পারবেন এবং প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম এর ডাক্তার প্যানেলের ডাক্তারদেরকেও রোগী দেখাতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠান যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গেঃ

সরকারি / বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, সেবাকেন্দ্র, এনজিও ইত্যাদি সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চাইলে তাদের নিজস্ব ডাক্তাদেরকেও যুক্ত করে টেলিমেডিসিন চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে পারবেন।

এই ধরনের ক্ষেত্রে সে সকল সংস্থা'র প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনায় আলোচনা সাপেক্ষে 'চুক্তিনামা, অর্থনৈতিক কাঠামো' নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম এর সাথে আলোচনা করার অনুরোধ থাকবে।

প্রয়োজনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমে প্যাথলজি ও রেডিওলজি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

মানুষকে সেবা দিয়ে আপনার জীবনকে ধন্য করার সুযোগ গ্রহণ করুন

আমাদের দেশে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। আপনার ইউনিয়ন পর্যায়ে বা কয়েকটি গ্রামের সংযোগস্থলে আপনি এই সেবা দিয়ে আপনার এলাকার মানুষদেরকে সেবা দিয়ে তাদের ভালবাসা ও সম্মান পেতে পারবেন, যা অমূল্য।

আর্থিক দিক

রোগীকে সেবা দেয়াই হবে আপনার ও আমাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এ সেবা চালু রাখার উদ্দেশ্যে রোগীর কাছ থেকে কিছু অর্থ নিতে হবে। প্রতি রোগীর কাছ থেকে আপনি আমাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি নির্ধারিত ফি নেবেন যার থেকে আপনাদের ও আমাদের খরচ (ডাক্তারের বেতন সহ) উঠে আসবে। জিপি ডাক্তারের ক্ষেত্রে রোগী প্রতি এ ফি ১০০ থেকে ৩০০ টাকা হতে পারে। এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ফি ৩০০ থেকে তদূর্ধ্ব ফি হতে পারে। এছাড়া ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষার জন্য আপনি আলাদা চার্জ নিতে পারবেন। আমাদের ধারণায় দিনে ৮/১০ জন রোগী হলে আপনি এক বছরেরও কম সময়ে প্রাথমিক বিনিয়োগের টাকা উঠিয়ে নিতে পারবেন। পাশাপাশি আপনি ড্রাগ লাইসেন্স নিয়ে ঔষধ বিক্রি করে ও কম্পিউটার সার্ভিস দিয়ে বাড়তি আয় করতে পারবেন।

পুস্তিকাটি পড়ার পর আপনি যদি মনে করেন যে টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা হবার যথাযথ যোগ্যতা এবং আগ্রহ আপনার আছে তবে আমাদের মূল ওয়েবসাইটে (www.bmpt.du.ac.bd/telemedicine) গিয়ে আবেদন ফর্মটি পুরণ করে জমা দিন।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইলঃ telemedicine@bmpt.du.ac.bd,
মোবাইল: ০১৭৩৫৬৯৮৩৬৩